মুজিবনগর সরকারের গার্ড অব অনার প্রদানকারী হামিদুল হক আর নেই

মেহেরপুরের মুজিবনগরে ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল প্রথম সরকারের গার্ড অব অনার প্রদানকারী আনসার সদস্য হামিদুল হক (৮২) মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১১ টার দিকে মুজিবনগরের সোনাপুর গ্রামের নিজবাড়িতে তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। মৃতুকালে তিনি স্ত্রী, ৩ পুত্র ও ৩ কন্যাসহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গেছেন।

পরিবারের সদস্যরা জানান- সোনাপুর গ্রামের মৃত নওশের মন্ডলের ছেলে হামিদুল হক বার্ধক্য জনিত কারণে মঙ্গলবার দিনগত রাত ১১ টার দিকে নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল করেন। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর সরকারের গার্ড অব অনার প্রদানকারী ১২ জন আনসার সদস্যের একজন ছিলেন হামিদুল ইসলাম।
১২ জন আনসার সদস্যর মধ্যে হামিদুল হকের মৃত্যূতে আর ২ জন আনসার সদস্য জীবিত থাকলেন।

বুধবার সকাল ১১ টায় উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়। এসময় রাষ্ট্রের পক্ষে সালাম গ্রহণ করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অনিমেষ বিশ্বাস। এসময় ১৪ আনসার ব্যাটিলিয়ন পরিচালক তরফদার আলমগীর হোসেন, জেলা আনসার এ্যাডজুডেন্ট শাহাদৎ হোসেন, মুক্তিযোদ্ধা ও নানা শ্রেণী পেশার মানুষ জানাযায় অংশ নেন।
জানাজা শেষে সোনাপুর গ্রাম্য কবরস্থানে তার লাশ দাফন করা হবে।

মুজিবনগরে দিনব্যাপী ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা অনুষ্ঠিত

‘উদ্ভাবনী জয়োল্লাসে স্মার্ট বাংলাদেশ ‘এই প্রতিপাদ্যে মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে আয়োজন করা হয়েছে ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা।

সোমবার সকালে মুজিবনগর উপজেলা চত্বরে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস।

এর আগে মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) লিউজা-উল-জান্নাহ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ মেলার উদ্বোধন করেন।

উপজেলা সমাজসেবা অফিসার আব্দুর রব এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী রাসেল, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম মোল্লা, উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আফরোজা খাতুন, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন, বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মজিবার রহমান মধু,মোনাখালী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম গাইন, মৎস্য কর্মকর্তা শহিদুল ইসলাম, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা রকিবউদ্দীন।

মেলাই (১) উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও স্টার্টআপ(২)ডিজিটাল সেবা(৩)হাতের মুঠোয় সেবা (৪) শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান নামে চারটি প্যাভিলিয়ন অংশগ্রহণ করে। প্যাভিলিয়ন-১ উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও স্টার্টআপ প্যাভিলিয়নে, উপজেলা কৃষি অফিস,সমাজ সেবা অফিস। প্যাভিলিয়ন-২ ডিজিটাল সেবা প্যাভিলিয়নে, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়,উপজেলা ভূমি অফিস,উপজেলা নির্বাচন অফিস,মুজিবনগর থানা,উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ অফিস,পরিবার পরিকল্পনা অফিস।

প্যাভিলিয়ন-৩ হাতের মুঠোয় সেবা প্যাভিলিয়নে, ব্যাংক,ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার উপজেলা মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ অফিস,উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস,উপজেলা শিক্ষা অফিস প্যাভিলিয়ন-৪ শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্যাভিলিয়নে,মুজিবনগর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ,যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,মহিলা বিষয়ক

অধিদপ্তর,বিআরডিবি,আনসার ও ভিডিপি অফিস অংশ গ্রহন করে। এছাড়াও দিন ব্যাপি আলোচনা সভা, কুইজ প্রতিযোগিতা অনু্ষ্ঠিত হয়।

বিকেলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিনব্যাপি মেলার সমাপ্তি হয়।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস বলেন, বিজ্ঞান শিক্ষাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় ২০৩০ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশকে টেকসই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মডেল এসডিজি রাষ্ট্র এবং প্রযুক্তি বান্ধব নানা উদ্ভাবনের মাধ্যমে নাগরিক জীবনকে আরো সহজ, সমৃদ্ধ এবং স্মার্ট করে গড়ে তুলতে সারাদেশের উদ্ভাবকদের উদ্ভাবনী সক্ষমতা দেশের প্রয়োজনে কাজে লাগাতে মুজিবনগরে ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২ এবং উদ্ভাবনী অলিম্পিয়াড এর আয়োজন করা হয়েছে।

মুজিবনগরে জেল হত্যা দিবস উপলক্ষে আলোচন ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

“লাল সবুজ পতাকায় আজও তাদের স্বপ্ন উড়ে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে এক রক্তেভেজা মানচিত্র”

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহচর মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক জাতীয় চার নেতার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে।

মুজিবনগরে উপজেলা আওয়ামী লীগের আয়োজনে, জেল হত্যা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স অডিটরিয়ামে উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা এর সভাপতিত্বে এবং উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদের সঞ্চালনায় ভার্চুয়ালি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন

প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন (এমপি) বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এ্যাড: ইব্রাহিম শাহীন।

আলোচনা সভায় উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন, বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন, মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান, মোনাখালী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম রফা গাইন, দারিয়াপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মোস্তাকিম হক খোকন কমান্ডার, বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মুজিবুর রহমান মধু, মহাজনপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান বল্টু, উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি তকলিমা খাতুন, সাধারণ সম্পাদিকা তাহমিনা খাতুন, উপজেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক শাহিনুর রহমান মানিক, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহ-সভাপতি মতিউর রহমান মতিন উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি হেলাল উদ্দিন লাবলু।জাতীয় চার নেতাকে নির্মমভাবে জেলখানায় হত্যার তিব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান বক্তারা। পরে নিহত চার নেতা ও ১৫ ই আগষ্ট বঙ্গবন্ধু সহ সকল শহীদ এর রুহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

জেলহত্যা দিবস পালন অনুষ্ঠানে মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে আওয়ামীলীগের নেতাকর্মীরা অংশগ্রহন করেন।

মুজিবনগরে জাতীয় যুব দিবস পালিত

“প্রশিক্ষিত যুব উন্নত দেশ বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ”এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মুজিবনগরে পালিত হয়েছে জাতীয় যুব দিবস।
দিবসটি উপলক্ষে মঙ্গলবার সকালের উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে একটি যুব র্যালি বের হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিন শেষে একই জায়গায় এসে শেষ হয়।
পরে উপজেলা পরিষদ অডিটরিয়ামে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আয়োজনে, আলোচনা সভা ও ঋণের চেক বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা রকিবউদ্দিনের সভাপতিত্বে এবং উপজেলা সহকারী যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা নকিম উদ্দীন এর সঞ্চালনায়, আলোচনা সভা ও চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা আব্দুর রব, উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা শহিদুল ইসলাম, উপজেলা শিক্ষা অফিসার আলাউদ্দিন,মুজিবনগর প্রসক্লাবের সভাপতি মুনসি ওমর ফারুক প্রিন্স,যুবনেতা হাসানুজ্জামান লালটু।
জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষে আত্মকর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টির লক্ষে এবং যুবকদের আত্মনির্ভরশীল হিসাবে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন খাতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবকদের মাঝে ঋণ এর চেক বিতরণ করা হয়। এ সময় উপজেলার বিভিন্ন অফিসের কর্মকর্তা কর্মচারী সাংবাদিক ও যুবক-যুবতিরা উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে ৬ কাঠা জমির কলা হারিয়ে দিশেহারা শরিয়তুল্লাহ

লোকের জমিতে কামলা খেটে দুটো পয়সা জোগাড় করে ৬ কাঠা জমিতে কলার আবাদ করেছিলাম। কার শত্রুতা আমার উপর বুঝতে পারছিনা। আমার তো কোনো সম্পদ নেই। আমার ক্ষতি কেনো করলো। একমাত্র সম্বল ৬ কাঠা জমির কলাক্ষেত হারিয়ে এভাবেই কথাগুলো বললেন মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান গ্রামের বর্গাচাষী শরিয়তুল্লাহ ওরফে সরন।

রবিবার দিবাগত রাতের কোনো এক সময় বাগোয়ান গ্রামের পূর্ব মাঠে শরিয়তুল্লাহ’র ৬ কাঠা জমিতে লাগানো ১৩৬ টি কলাগাছ কেটে তছরুপ করেছে দূর্বৃত্তরা।

শরিয়তুল্লাহ জানান, বিদেশ গিয়েছিলাম। সেখান থেকে খালি হাতে ফিরে এসেছি। আমার মাত্র ১৮ কাঠা জমির মধ্যে পূর্ব মাঠে মাত্র ৬ কাঠা জমিতে কলা আবাদ করেছিলাম। ১৩৬ কলার কাঁদি ৫০ হাজার টাকায় বিক্রি করে দিয়েছিলাম। অগ্রীম ১০ হাজার টাকা দিয়ে একজন কলা ফঁড়িয়া কিনে নিয়েছিলেন। এখন তো তাকেও সেই ১০ হাজার টাকা ফেরত দিতে হবে। আমি

এখন কি করবো ভেবে পাচ্ছিনা। এ ঘটনায় থানায় মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি।

মুজিবনগরে জাতীয় স্যানিটেশন মাস ও হাত ধোয়া দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

” বর্জ্যের পরিশোধন, নিশ্চিত হবে স্যানিটেশন” “হাতের পরিচ্ছন্নতায় এসো সবে এক সাথে” এই এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে।

আজ রবিবার সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে ওয়েভ ফাউন্ডেশন এর উদ্যোগে মুজিবনগর উপজেলার পুরন্দপুর গ্রামে সৌরভ-১ মহিলা সমিতির আয়োজনে, জাতীয় স্যানিটেশন মাস এবং হাত ধোয়া দিবস ২০২২ পালন উপলক্ষে র্যালী ও আলোচনা সভা উনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে ওয়েভ ফাউন্ডেশন এর ইউনিটি ম্যানেজার আলাউদ্দিন এর সভাপতিত্বে ও সঞ্চালনায়, মুজিবনগর উপজেলার জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের উপ-সহকারী প্রকৌশলী জাহাঙ্গীর আলম প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও হাত ধোয়ার গুরুত্ব তুলে ধরে আলোচনা করেন । তিনি বলেন, উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে পারলে অন্যান্য সম্পদের মত বর্জ্য সম্পদে রূপান্তর করা সম্ভব । বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বর্জ্য সমস্যা নয়, বরং বর্জ্যকে সম্পদ হিসেবে বিভিন্ন কাজে লাগাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, বেশীরভাগ অসুখ থেকে সুরক্ষা পেতে প্রযোজ্য সময়ে যথাযথভাবে দুই হাত ধোয়া অপরিহার্য।

আলোচনাশেষে উপস্থিত নারী অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের ঘরবাড়ির পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় আরো গুরুত্ব দেবেন। পাশাপাশি বর্জ্যগুলোকে লাভজনক সম্পদে পরিণত করবেন বলে জানিয়েছেন ।

অনুষ্ঠানশেষে পুরন্দরপুর গ্রামের সাধারণ নারী, পুরুষ ও শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে একটি শোভাযাত্রা কর হয় । শোভাযাত্রায় ” বর্জ্যের পরিশোধন, নিশ্চিত হবে স্যানিটেশন” এবং “হাতের

পরিচ্ছন্নতায় এসো সবে এক হই” শ্লোগান প্রদান করে।

অনুষ্ঠানে ওয়েভ ফাউন্ডেশন এর এ্যাকসেস প্রকল্পের ফিল্ড মনিটরিং অফিসার নাহিদ ফাতেমা তামান্নার সহায়তায় যথাযথভাবে হাতধোয়া প্রদর্শন করা হয় ।

উক্ত অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার সাংবাদিক হাসান মোস্তাফিজুর রহমান, ওয়েভ ফাউন্ডেশন এর এ্যাকসেস প্রকল্পের ফিল্ড মনিটর নাহিদ ফাতেমা, সিডিও বিপ্লব সহ সৌরভ-১ মহিলা সমিতির সদস্যাবৃন্দ এবং এলাকার নারী পুরুষ ও স্কুলের শিক্ষার্থীবৃন্দ।

মুজিবনগরে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন বিষয়ক সেমিনার

“লঙ্ঘিত হলে ভোক্তা অধিকার অভিযোগ করলেই পাবেন প্রতিকার” “ভোক্তা অধিকার ক্ষুন্ন হলে অধিদপ্তরে প্রতিকার মেলে”
এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মুজিবনগর এ অনুষ্ঠিত হয়েছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন অবহিত করেন ও বাস্তবায়ন বিষয়ক সেমিনার।

বুধবার সকালে মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে, উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাসের সভাপতিত্বে এবং উপজেলা সমাজসেবা অফিসার আব্দুর রবের সঞ্চালনায় সেমিনারে উপস্থিত থেকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন জনগণকে সচেতন করা এবং এই আইন বাস্তবায়নে করনীয় ও ভোক্তার অধিকার বিষয়ে মানুষকে সচেতন করা সহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন, নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস, উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ ড: মাহফুজুর রহমান, বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন, মুজিবনগর থানার সেকেন্ড অফিসার এসআই উত্তম, সাংবাদিক হাসান মোস্তাফিজুর রহমান (শের খান)।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন,উপজেলা শিক্ষা অফিসার আলাউদ্দিন, উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার আব্দুর রকিব, উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলম জাহাঙ্গীর আলমসহ উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারী ও সাংবাদিকবৃন্দ।

মুজিবনগর উপজেলা কৃষক দলের আহবায়ক কমিটি গঠন

আরমান আলী কে আহবায়ক ও কুন্নত আলীকে যে সদস্য সচিব করে মুজিবনগর উপজেলা কৃষকদলের ৫১ সদস্য বিশিষ্ঠ আহবায়ক কমিটির অনুমোদন দিয়েছে জেলা কৃষকদলের আহবায়ক মাহবুবুর রহমান ও সদস্য সচিব মিজানুর রহমান।

গত ১৪ ই অক্টোবর মেহেরপুর বোসপাড়াস্থ জেলা কৃষক দলের কার্যালয়ে মুজিবনগর উপজেলা কৃষক দলকে সংগঠিত করার জন্য ৫১ সদস্য বিশিষ্ঠ এই আহবায়ক কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়।

কষ্টের বানে ভাসছে বন্যা মন্ডল

সকালে বুয়ার কাজ, বিকালে চা দোকানী আর রাতে দর্জির কাজ। এভাবেই সেই কাক ডাকা ভোরে উঠে গভীর রাত পর্যন্ত চলে বন্যা মন্ডলের জীবন সংগ্রাম। বন্যা মন্ডলের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের এই রোজগারেই চলে ৪ সদস্যের পরিবারের ভরণ পোষণ।

প্রতিবন্ধী স্বামী, কলেজ পড়ুয়া মেয়ে ও ছেলের লেখাপড়াও চলে এই রোজগারেই। অথর্ব স্বামী ও দুই সন্তান নিয়ে বন্যা মন্ডল বাস করেন জীর্ণ টিনের তৈরী একটি ছোট্ট ঘরে। সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনিতে তার ক্লান্তি নেই। শুধু এখন প্রয়োজন একটা মাথা গোঁজার ঠাই।

উপজেলা প্রশাসন ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধির কাছে একাধিকবার আবেদন করেছেন। মুজিবনগরের ইউএনও তার বাড়ি পরিদর্শন করেছেন। কিন্তু গত ২/৩ বছরেও তার ভাগ্যে জোটেনি একটি সরকারি ঘর।

বন্যা মন্ডল মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার রতনপুর গ্রামের মাইকেল মন্ডলের স্ত্রী। রতনপুর চার্চের পাশেই এক টুকরো সংরকারি জমির উপর একটি জীর্ণ ঘরেই এই অসহায় পরিবারের বসবাস।

বন্যা মন্ডলের স্বামী মাইকেল মন্ডল। পেশায় ছিলেন একজন ক্ষুদ্র কাঠ ব্যবসায়ী ও কৃষি শ্রমিক। একদিন মাঠে ভূট্টা ক্ষেতে কাজ করার সময় ডান পায়ের একটি আঙ্গুল ভূট্টার গোড়ার অবশিষ্ট অংশ (মোথা) ধাক্কায় ক্ষত হয়। সেই ক্ষত থেকে তার পায়ে গ্যাঙরিন নামক এক ধরনের পচনশীল রোগে আক্রান্ত হন। প্রায় ৮ বছর আগে তার প্রথম অপারেশনে পায়ের হাটু পর্যন্ত কেটে ফেলে দিতে হয়। কাটার পরেও তিনি কারো কাছে হাত না পেতে ব্যাটারিচালিত পাখি ভ্যান চালিয়ে জীবন ধারণ করেন। কিন্তু পরে আবারো পচন দেখা দিলে ঢাকা পঙ্গু হাসপাতাল থেকে অপারেশন করে পুরো পা বিচ্ছিন্ন করে দেন চিকিৎসক। এর কিছুদিন যেতে না যেতেই মাইকেল মন্ডল ব্রেইন স্টোক করেন। তার পর থেকেই স্ত্রী বন্যা মন্ডল পুরো সংসারের হাল ধরেন।

সরে জমিনে দেখা গেছে, মাত্র একটি জীর্ণ ঘরেই মাইকেল মন্ডল বন্যা মন্ডল ও তাদের মেয়ে মেঘলা মন্ডল বসবাস করেন। আর ছেলে সোহাগ মন্ডল বাস করেন ছোট্ট রান্না ঘরে। সোহাগ মন্ডল গাংনী সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজের নার্সিং ইন্সটিটিউট থেকে নার্সিং ডিপ্লোমা করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ইন্টার্নশীপ করছে। মেয়ে মেঘলা মন্ডল মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজে এইসএসসি পরীক্ষার্থী।

সোহাগ মন্ডল বলেন, মায়ের রোজগারে সংসার কোনরকম চলে। আমাদের দু ভাই বোনের লেখাপড়ার খরচ চালানো সম্ভব হয়না। আমি হাইস্কুলে পড়া অব্স্থায় পাখি ভ্যান চালিয়ে এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছি। আর এখন নার্সিং পড়া অবস্থায় একবেলা জনপাট (স্থানীয় ভাষায় মুনিষ) খেটে ২ শ থেকে আড়াইশ টাকা পাই সেটা দিয়ে আমার পড়া লেখার খরচ যোগায়।

স্বামী ও সন্তানের সাথে বন্যা মন্ডল

সোহাগ আরো বলেন, আমার বোন পঞ্চম শ্রেনী ও এসএসসি পরীক্ষায়

জিপিএ ৫ পেয়েছে। সে খুব ভাল ছাত্রী। কিন্তু আমাদের পরিবার পারছেনা তার জন্য কিছুই করতে। আমরা দু ভাই বোন লেখাপড়া শেষ করে পরিবারের হাল ধরবো, বাবাকে ভাল হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা দিয়ে সুস্থ করে তুলবো। আমি হেসেল ঘরে (রান্না ঘর) থেকে লেখাপড়া করছি এজন্য আমার কষ্ট হয়না। আমাকে আমার পিতা মাতা এই পৃথিবীর আলোর মুখ দেখিয়েছেন। আমি আজীবন তাদের পাশে থেকে তাদের সেবা করবো।

বন্যা মন্ডল বলেন, আমার দুটি সন্তান খুব ভাল। তারা বলে, মা তোমরা আর কয়টা দিন অপেক্ষা করো। ইশ্বর আমাদের দিকে মুখ তুলে তাকাবেন। আমরা বড় হয়ে তোমাদের সব কষ্ট দুর করবো।

প্রতিবন্ধী মাইকেল মন্ডল বলেন, সরকারিভাবে আমি এখনও কোনো কিছু পাইনি। তবে, একটা প্রতিবন্ধী ভাতা কার্ড থেকে মাসে সাড়ে ৭ শ টাকা পাই। অনেকেই এসেছে সাহায্য সহযোগীতা করবে বলে। কিন্তু কেউ আর এগিয়ে আসেনি।

বাগোয়ান ইউনিয়নের ৬ নং ওয়ার্ড রতনপুরের ইউপি সদস্য বাবলু মন্ডল বলেন, আমি তার প্রতিবন্ধী ভাতা কার্ড করে দিয়েছি। তাকে একটা ঘর দেওয়ার জন্য প্রশাসনের কাছেও গিয়েছি। মুজিবনগরের ইউএনও সদ্য বিদায়ী সুজন সরকার নিজে তার বাড়িতে গিয়েছিলেন। ঘর দেওয়ার জন্যও প্রতিশ্রম্নতি দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, মাইকেল মন্ডল ঘর পাওয়ার জন্য শতভাগ উপযুক্ত।

এব্যাপারে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মুনসুর আলম খানের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বিষয়টি মানবিক দৃষ্টিতে দেখবেন বলে আশ্বস্থ্য করেন। তিনি বলেন, আমি আপাতত তার চলাচলের জন্য একটা হুইল চেয়ার ও চায়ের দোকানের জন্য নগদ কিছু টাকা প্রদান করতে পারবো। এবং তার জন্য সরকারি ঘর যাতে বরাদ্দ হয়, সে ব্যাপারেও দ্রুত পদক্ষেপ নেবো।

মুজিবনগরে ভীমরুলের কামড়ে শিশু

অসুস্থ

খেলতে গিয়ে ভীমরুলের কামড়ে শিশু সোলাইমান হোসেন (৬) এখন হাসপাতালে ভর্তি। শিশু সোলাইমান হোসেন মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামের খাইরুল ইসলামের ছেলে।

আজ শনিবার বিকাল সাড়ে ৩ টার সময় বাড়ির পাশে খেলতে গিয়ে ভীমরুলের আক্রমনের শিকার হয়।

সোলাইমান হোসেনের পিতা খাইরুল ইসলাম বলেন, সোলাইমান বাড়ির পাশেই খেলছিল। ঘরের দেওয়ালের সাথে ভীমরুলের একটি চাক থাকায় সেখান থেকে ভীমরুল এসে কামড় দেই। তার অবস্থা খারাপ হওয়ায় মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নিয়ে এসেছি।

মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সেরের জরুরী বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক হাসিব বলেন, শিশুটিকে ৪/৫ টি ভীমরুলে কামড় দেওয়ায় সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তাকে ভর্তি রেখে চিতিৎসা দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে সে আশংকামুক্ত। একদিন বা দুইদিন তাকে হাসপাতালের রেখে চিকিৎসা দিতে হবে।